104606 - যিনি তার মৃত পিতাকে ভালবাসেন এবং তাঁর প্রতি ইহসান করতে চান

প্রশ্ন

আমি আপনার কাছে এ প্রশ্নটি পাঠাচ্ছি ঠিকি কিন্তু আমার পিতা (আল্লাহ্‌র তাঁকে দয়া করুন)-এর ব্যাপারে উদ্‌বগ্নিতা আমাকে তাড়িত করছে। আমার পিতা মারা গেছেন দুই বছর হল। বিশ্ব জাহানের প্রতিপালকের অধিকার আদায়ে তাঁর কসুর ছিল। যেমন- ১. তিনি নিয়মিত ফরয নামায আদায় করতেন না। কখনও নামায পড়তেন। কখনও অলসতা করে নামায পড়তেন না। কিন্তু, নামাযের ফরযিয়তকে অস্বীকার করতেন না। ২. তিনি খুব কম সময় রমযানের রোযা রাখতেন। তিনি যুক্তি দিতেন যে, তিনি অসুস্থ। তাকে হার্টের ঔষুধ খেতে হয়, তিনি দুর্বল রোযা রাখতে পারেন না। তিনি ধুমপায়ী ছিলেন। আমার ধারণা তিনি যেহেতু ধুমপান বাদ দিতে পারতেন না তাই নিয়মিত রোযা রাখতেন না। ৩. দীর্ঘদিন আগে আমাদের একটি মুদি দোকান ছিল। আমার জানা মতে ও যতটুকু আমার স্মরণে আছে তিনি দোকানের পণ্য সামগ্রীর যাকাত আদায় করতেন না। আমাদের আর্থিক সংকট ছিল। ব্যবসাতে আমরা লাভবান হতে পারিনি। তাই পরবর্তীতে আমরা দোকানটি বিক্রি করে দিয়েছি। ৪. কখনও তিনি হয়তো এমন পরিমাণ সম্পদের মালিক হয়েছেন যা দিয়ে হজ্জ করতে পারতেন; কিন্তু তিনি হজ্জ আদায় করেননি। তিনি সব সময় আমাকে বলতেন: আমি হজ্জে যেতে চাই; কিন্তু পারছি না। কারণ তাঁর দুই চোখে জটিল সমস্যায় ভুগতেন। তাকে ভিড়, সূর্যের আলো ও ক্লান্তি এড়িয়ে চলতে হত। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর কিছু লোক তাঁর পক্ষ থেকে বদলি হজ্জ আদায় করেছেন। আমার মনে হয় আলাদা আলাদাভাবে তারা তিনজন। তারা কেউ তাঁর আত্মীয়-স্বজন নয়। আমি আমার বাবাকে অনেক ভালবাসি। যারাই বাবার সাথে পরিচিত হয়েছেন সবাই তাকে ভালবাসতেন। তাই আমি আপনাদের কাছে প্রত্যাশা করি, বাবার প্রতি আমার সদাচরণ হিসেবে আমি এখন কী করতে পারি? আমি তাকে ভালবাসি। তার ব্যাপারে কবরের আযাব ও কিয়ামত দিবসের আযাবের আশংকা করছি।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

আপনি যদি আপনার বাবার মৃত্যুর পর তার উপকার করতে চান তাহলে নিম্নোক্ত আমল করতে পারেন:

১। তার জন্য খালেসভাবে দোয়া করা। আল্লাহ্‌ তাআলা বলেন: “হে আমার রব! আমাকে নামায প্রতিষ্ঠাকারী করুন। এবং আমার বংশধরদের মধ্য হতেও। হে আমার রব! আমার দোয়া কবুল করুন। হে আমাদের রব! যেদিন হিসেব কায়েম হবে সেদিন আমাকে, আমার পিতামাতাকে এবং সমস্ত মুমিনকে মাফ করে দিবেন।”[সূরা ইব্রাহিম, আয়াত: ৪০-৪১]

আবু হুরায়রা (রাঃ) থকেে বর্ণতি হাদসিে এসছে তনিি বলনে: রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে: "যখন মানুষ মারা যায় তখন তার আমল স্থগতি হয়ে যায়; তবে তনিটি আমল ছাড়া: সদকায়ে জারয়িা, এমন জ্ঞান যা থকেে মানুষ উপকৃত হয় কংিবা নকে সন্তান যে তার তার জন্য দোয়া করে।"[সহহি মুসলমি (১৬৩১)]

আবু হুরায়রা (রাঃ) থকেে আরও বর্ণতি আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলনে: "আল্লাহ্ তাআলা বান্দার মর্যাদা উন্নীত করনে। তখন বান্দা বলে, এই মর্যাদা আমি কিভাবে পলোম? তখন আল্লাহ্ বলনে: তোমার জন্য তোমার সন্তানরে দোয়ার কারণে।"[তাবারানীর 'আদ-দোয়া' গ্রন্থে (পৃষ্ঠা-৩৭৫), হাইছামী তাঁর 'মাজমাউয যাওয়ায়দে' গ্রন্থে (১০/২৩৪) হাদসিটকিে 'বায্যার''এর বর্ণনা হসিবেে উল্লখে করছেনে এবং বাইহাকী তাঁর 'আস-সুনানুল কুবরা' গ্রন্থে (৭/৭৮) হাদসিটি সংকলন করছেনে]

ইমাম যাহাবী তাঁর 'আল-মুহায্যাব''গ্রন্থে (৫/২৬৫০) বলনে: হাদসিটরি সনদ শক্তশিালী। হাইছামী বলনে: সনদরে বর্ণনাকারীগণ সকলে সহহি হাদসিরে বর্ণনাকারী; শুধু আসমে বনি বাহদালা ব্যতীত। তনিি 'হাসান' হাদসিরে রাবী।

২। তাঁর জন্য দান-সদকা করা।

৩। তাঁর পক্ষ থকেে হজ্জ ও উমরা আদায় করে এর সওয়াব তাঁকে উৎসর্গ করা। ইতপিূর্বে আমাদরে ওয়বেসাইটরে 12652 নং প্রশ্নোত্তরে এ বষিয়গুলো বস্তিারতিভাবে উল্লখে করা হয়ছে।

৪। তাঁর ঋণ পরশিোধ করা। যমেনভিাবে জাবরে (রাঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে নর্দিশেে তাঁর পতিা আব্দুল্লাহ বনি হারাম এর ঋণ পরশিোধ করছেলিনে। এ ঘটনাটি সহহি বুখারীতে (২৭৮১) রয়ছে।

৫। পক্ষান্তর, তাঁর রমযান মাসরে যে রোযাগুলো বা যাকাত ছুটে গছেে সন্তানরে পক্ষে সগেুলোর কোন প্রতকিার করা সম্ভবপর নয়। যদি কোন মুসলমি ইচ্ছাকৃতভাবে এ দুই ফরয ইবাদত পালনরে ক্ষত্রেে কসুর করে তাহলে তাকে এ দুটোর পাপরে বোঝা বইতে হবে। কউে কারো পক্ষ থকেে এই ইবাদতদ্বয় আদায় করতে পারবে না।

যমেন: নামায; কউে কারো পক্ষ থকেে আদায় করতে পারে না।

আমাদরেকে আমাদরে রব সংবাদ জানয়িছেনে য, মুসলমিকে তার কর্মরে প্রতদিান পতেইে হবে। যদি ভাল কাজ করে তাহলে ভাল পুরস্কার। আর যদি মন্দ কাজ করে তাহলে মন্দ পুরস্কার। আল্লাহ্ তাআলা বলনে: "অতএব, যে ব্যক্তি অণু পরমিাণ ভাল কাজ করবে সে তা দখেতে পাবে। আর যে ব্যক্তি অণু পরমিাণ খারাপ কাজ করবে সওে সটো দখেতে পাবে।"[সূরা যলিযাল, ৭-৮] তবে, আল্লাহ্ তার নজি দয়ায় ও অনুগ্রহে যদি বান্দাদরে বদকাজগুলো এড়য়িে যান তাহলে তাহলে সটো হতে পারে। আর যাকাত ঋণরে সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। যাকাত হচ্ছ- যাকাত গ্রহণকারীদরে অধকিার। তাই আপনার কর্তব্য হচ্ছ- আপনি আপনার পতিার অনাদায়কৃত যাকাতরে পরমিাণ কত হতে পারে তা নর্ধিারণ করবনে এবং তার পক্ষ থকেে যাকাত

আদায় করবেন। আমরা আশা করছি যে, এর মাধ্যমে এ গুনাহের শাস্তি লাঘব করা হবে।

আমরা আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করছি তিনি যেন, আপনাকে বাবার ভালবাসার কারণে উত্তম প্রতিদান দেন এবং আপনার বাবাকে ক্ষমা করে দেন।

আল্লাহ্‌ই সর্বজ্ঞ।